সম্পূর্ণ ঘনাদা কমিক্স

৭২ নং বনমালী নস্কর লেনের এখন খুব দুর্দিন। এখানে আমাদের মধ্যমণি যে স্বনামধন্য ব্যক্তিটি, ঘনাদা, তিনিই বেঁকে বসেছেন। তাঁর জীবনের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার ফসল, আমরা চারজন যে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে ভালোবাসি এটা যেন তিনি আজকাল বুঝতেই চান না। তাই মুখে কুলুপ আঁটা এই বিশ্ববিখ্যাত মানুষটিকে একটু জব্দ করার ভালো একটা ফন্দি এঁটেছে গৌর। আমরা, শিশির, শিবু আর সুধীর সেই পরিকল্পনায় সীলমোহর দিয়ে মাঠে নেমেও পড়েছি।

এই ডামাডোলেই
এবারের গল্প –

ছড়ি

কাহিনী: প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী

৭২ নং বনমালী নস্কর লেনের এখন খুব দুর্দিন। এখানে আমাদের মধ্যমণি যে স্বনামধন্য ব্যক্তিটি, ঘনাদা, তিনিই বেঁকে বসেছেন। তাঁর জীবনের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার ফসল, আমরা চারজন যে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে ভালোবাসি এটা যেন তিনি আজকাল বুঝতেই চান না। তাই মুখে কুলুপ আঁটা এই বিশ্ববিখ্যাত মানুষটিকে একটু জব্দ করার ভালো একটা ফন্দি এঁটেছে গৌর। আমরা, শিশির, শিবু আর সুধীর সেই পরিকল্পনায় সীলমোহর দিয়ে মাঠে নেমেও পড়েছি।

এই ডামাডোলেই এবারের গল্প —

ছড়ি

কাহিনী: প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী

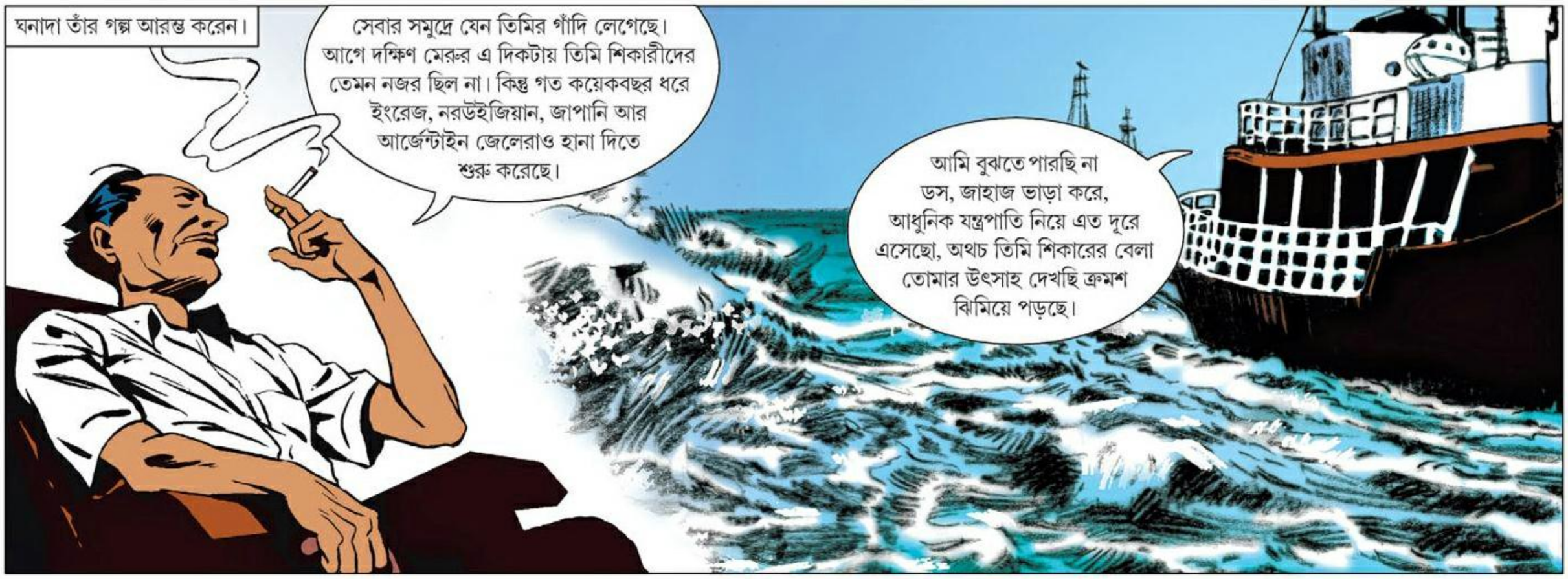
ঘনাদা তাঁর গল্প আরম্ভ করেন।
সেবার সমুদ্রে যেন তিমির গাঁদি লেগেছে। আগে দক্ষিণ মেরুর এ দিকটায় তিমি শিকারীদের তেমন নজর ছিল না। কিন্তু গত কয়েকবছর ধরে ইংরেজ, নরউইজিয়ান, জাপানি আর আর্জেন্টাইন জেলেরাও হানা দিতে শুরু করেছে।
আমি বুঝতে পারছি না ডস, জাহাজ ভাড়া করে, আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে এত দূরে এসেছো, অথচ তিমি শিকারের বেলা তোমার উৎসাহ দেখছি ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছে।

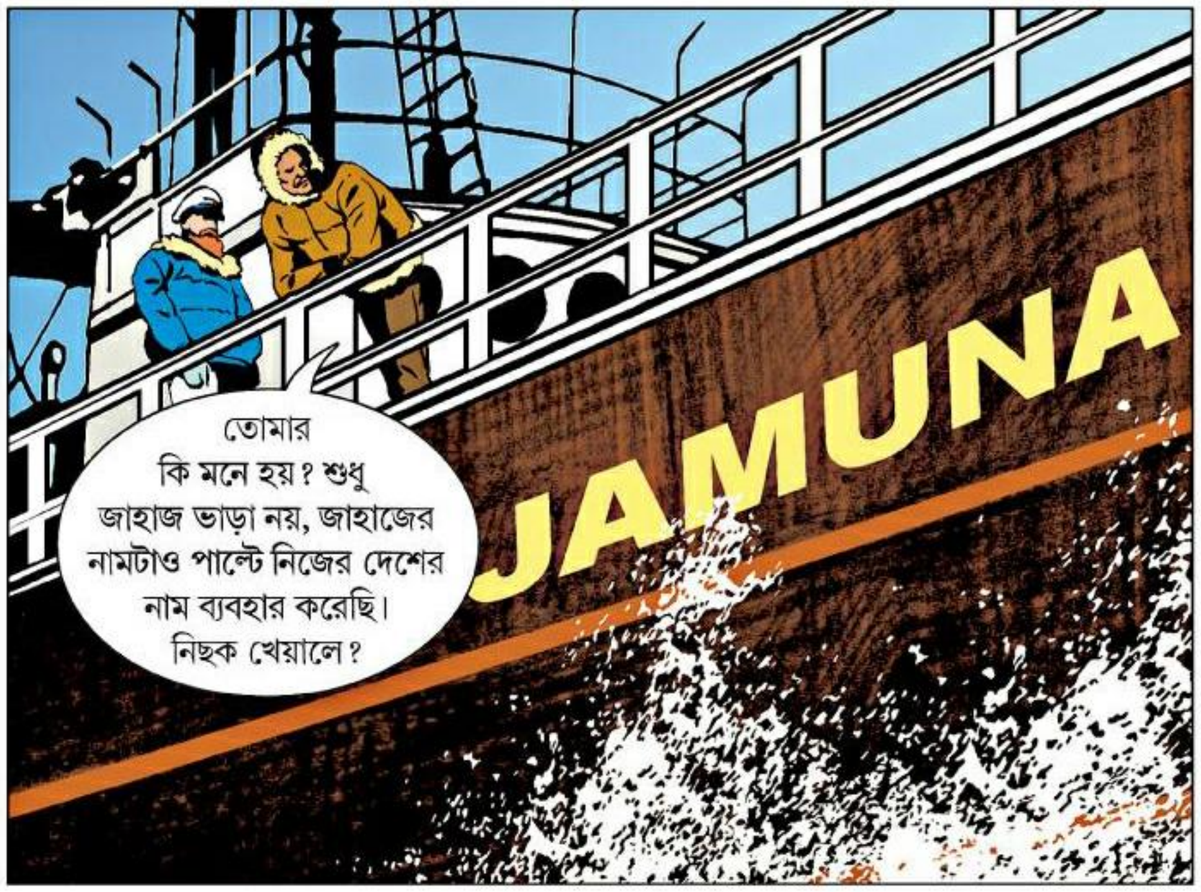
JAMUNA
তোমার কি মনে হয়? শুধু জাহাজ ভাড়া নয়, জাহাজের নামটাও পাল্টে নিজের দেশের নাম ব্যবহার করেছি। নিছক খেয়ালে?

তাইতো ভাবছি! আমি ওলাফ সোরেনসেন, নরওয়ের জাঁদরেল তিমি শিকারী, কিন্তু আমার মত লোকও জীবনে এমন হারপুন ছোঁড়া দেখেনি।
কি তাক তোমার! সহজে ফস্কায় না।

দেখো সেন, বেপরোয়া শিকার করে সুমেরু মহাসাগরের তিমি প্রায় লোপাট হতে বসেছে।
তাছাড়া এবারে তো দেখছি নেহাত আনাড়ি জাহাজও তিমির চর্বি বোঝাই করে ফিরছে। ওতে আর বাহাদুরি কোথায়?

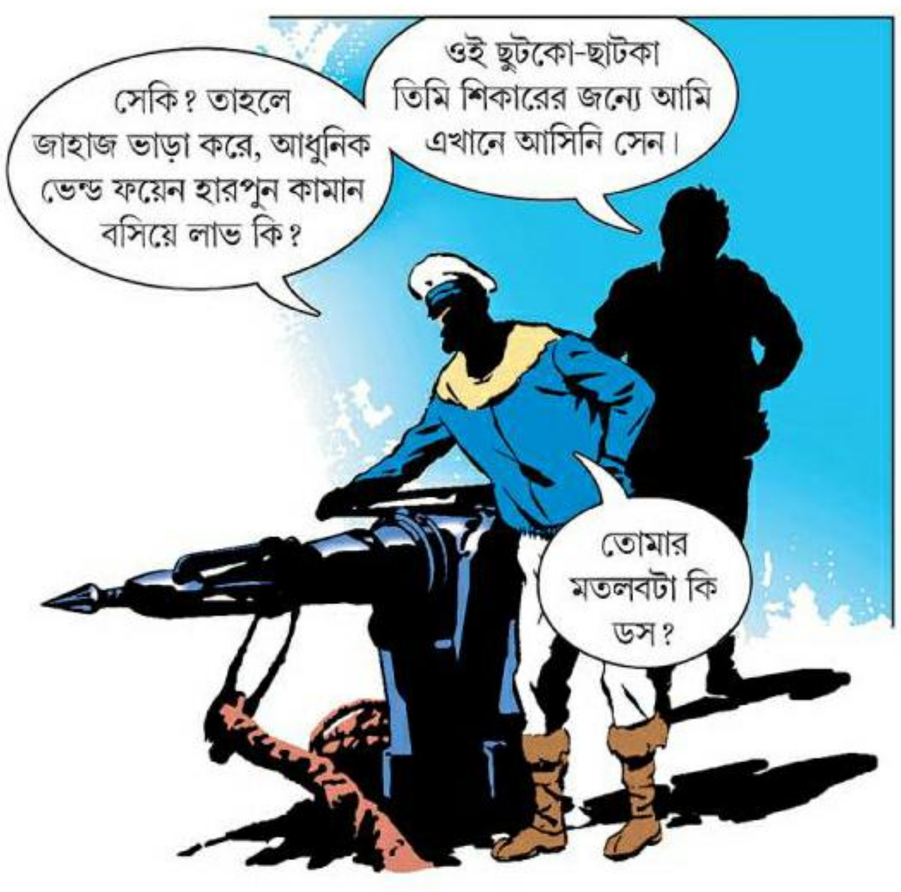
সেকি? তাহলে জাহাজ ভাড়া করে, আধুনিক ভেল্ড ফয়েন হারপুন কামান বসিয়ে লাভ কি?
ওই ছুটকো-ছাটকা তিমি শিকারের জন্যে আমি এখানে আসিনি সেন।
তোমার মতলবটা কি ডস?

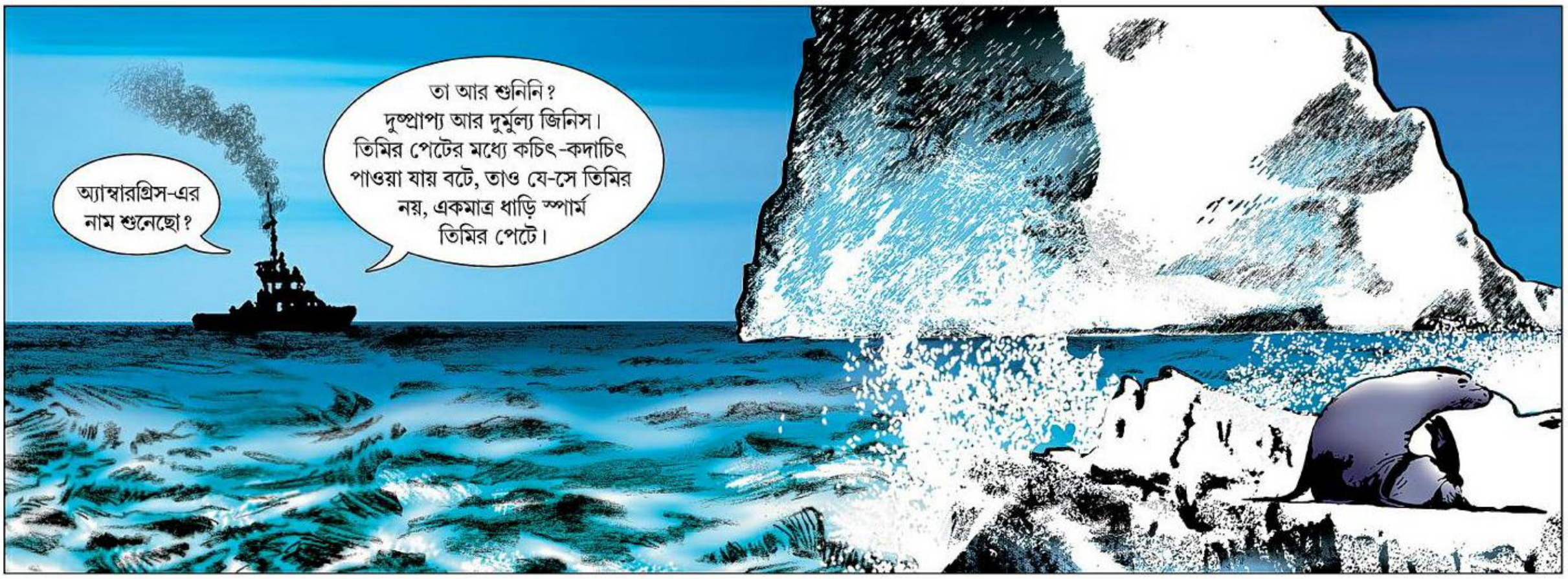
অ্যাম্বারগ্রিস-এর নাম শুনেছো?
তা আর শুনিনি? দুষ্প্রাপ্য আর দুর্মূল্য জিনিস। তিমির পেটের মধ্যে কচিৎ-কদাচিৎ পাওয়া যায় বটে, তাও যে-সে তিমির নয়, একমাত্র ধাড়ি স্পার্ম তিমির পেটে।

কয়েকদিন পর।
এত দিনে একটা বড় শিকার মিলেছে ডস। ওই দেখো, ফোয়ারা ছাড়ছে। এটায় এম্বারগ্রিস থাকতে পারে।
চল, ধাওয়া করা যাক।

কাছে গিয়ে দেখি একটা বিরাট স্পার্ম তিমি, এমনটা সচরাচর দেখা যায় না।
মারো ডস। ফায়ার!
JAMUNA

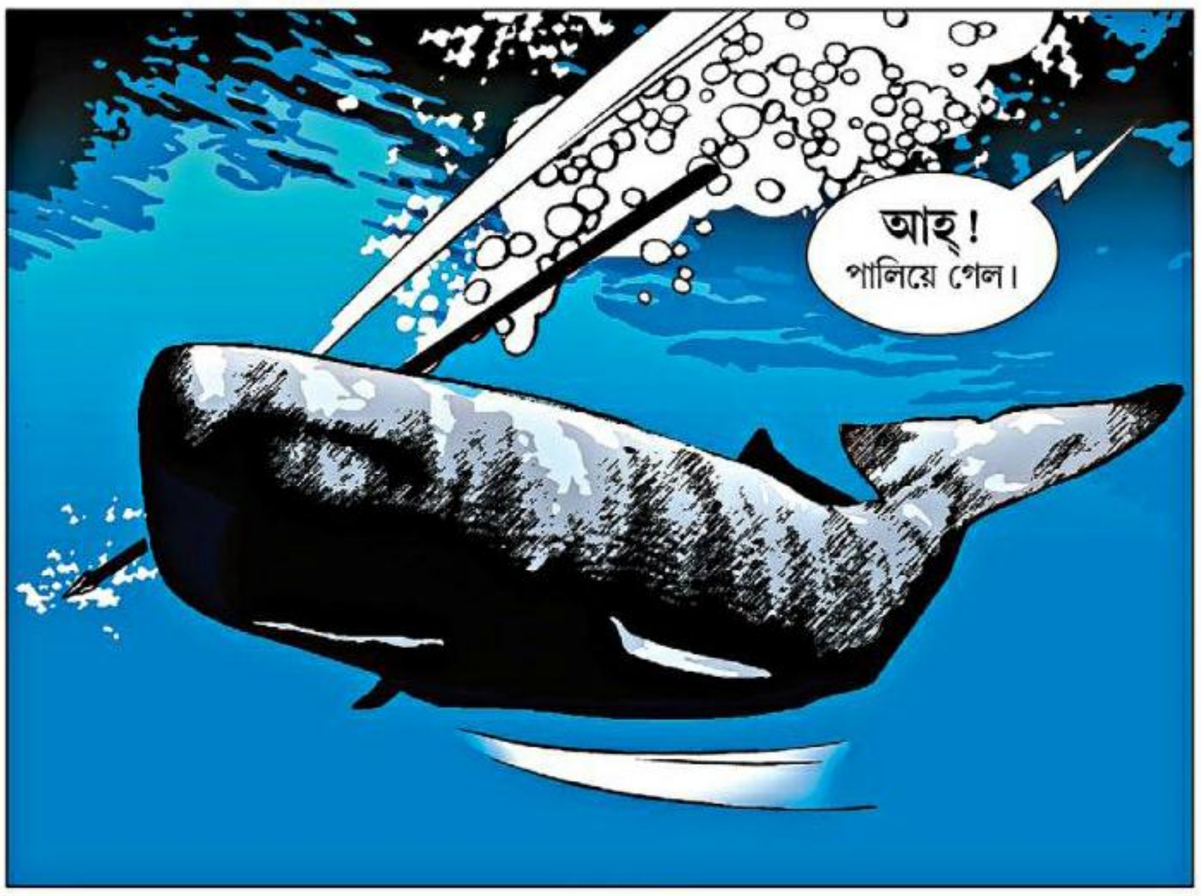
আহ্!
পালিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে যে আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করেছে, সে খেয়াল কেউ করেনি।
চিন্তা কোর না। তিমি জলের তলায় মিনিট পঁয়তাল্লিশের বেশি ডুবে থাকতে পারে না। শ্বাস নিতে ওকে ওপরে উঠতেই হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়ানক ঝড় এসে আছড়ে পড়ল। মেরু অঞ্চলের ঝড়, ঘন্টায় একশ মাইল জোরে হামেসাই হতে থাকে।
!?
সামাল! সামাল!
উহ্! কি ভয়ঙ্কর!
হুইইইইই

কয়েকদিন ঝড়ের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করেও শেষ রক্ষা হল না। বিরাট এক বরফের পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমাদের জাহাজ চৌচির হয়ে গেল।
দ্রুম
সাবধান! হিমশৈল!
হুইইইইই
বাঁচাও! বাঁচাও!

সেই ভয়ানক অন্ধকারের রাতে কে যে কোথায় তলিয়ে গেল তার হদিস হল না। কী যে তারপর হয়েছে, কী যে করেছি কিছুই মনে নেই।
হুইইইইইই

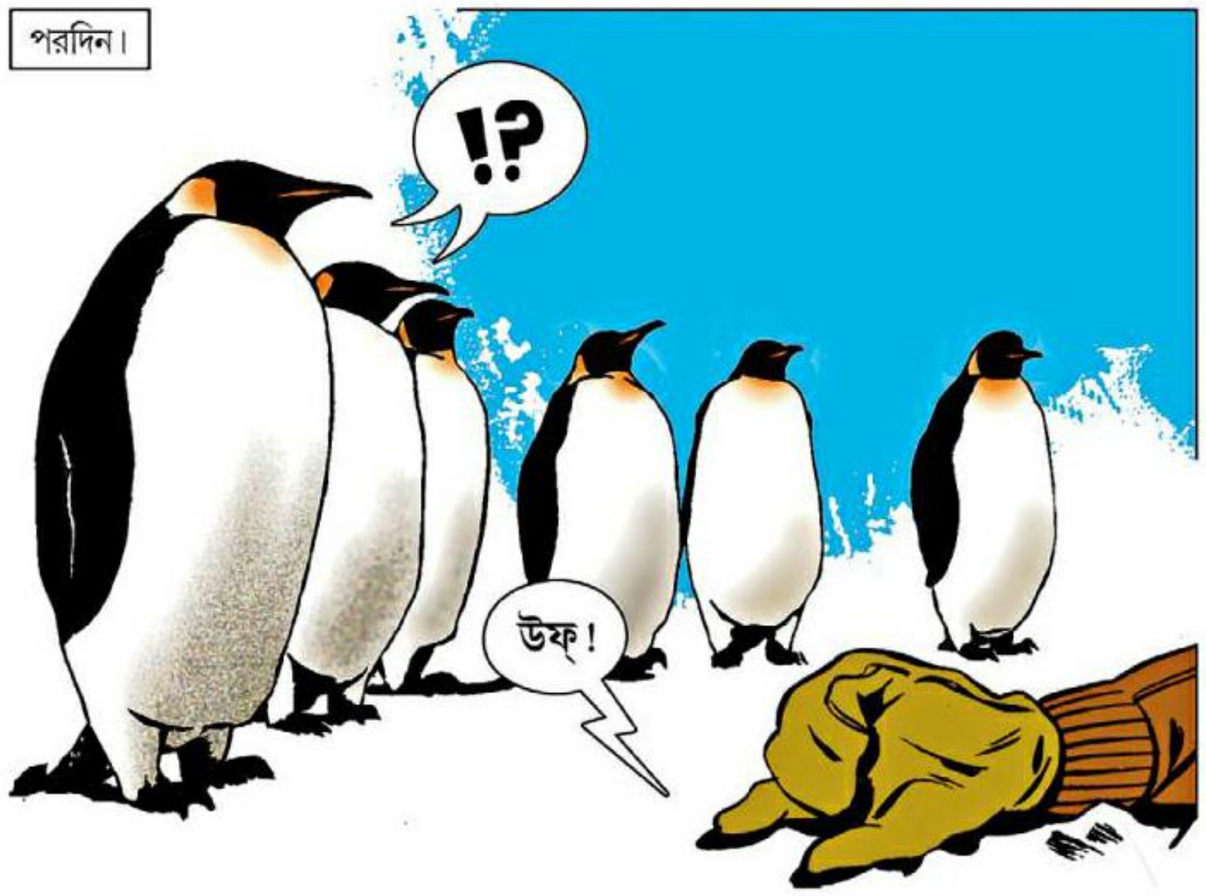
পরদিন।
!?
উফ্!

কোথায় আমি? মনে পড়েছে। ঝড়। জাহাজডুবি। জাহাজের আর কেউ বোধহয় বেঁচে নেই।

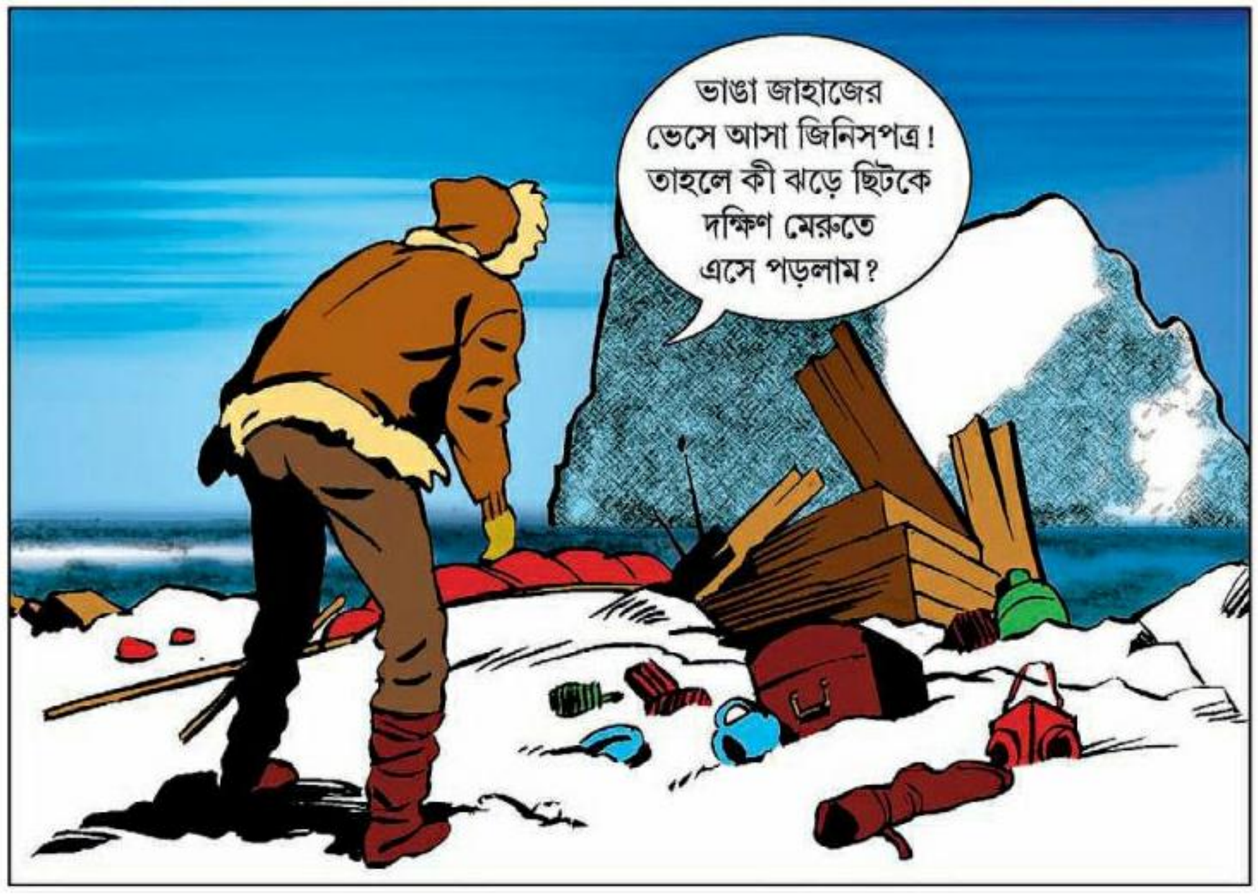
ভাঙা জাহাজের ভেসে আসা জিনিসপত্র! তাহলে কী ঝড়ে ছিটকে দক্ষিণ মেরুতে এসে পড়লাম?

আরে! একটা গোটানো তাঁবু!

দিব্যি কাজ করছে। না হলে ইগলু তৈরী করে থাকতে হতো।

গুটিয়ে পিঠে নিয়ে নেওয়া যায়। ওটা কী?

বাহ্! আমার সাধের ছড়িটাও ভেসে এসেছে দেখছি।

!?
!?
এই ছড়িটা। সাউথ জর্জিয়ার বন্দর থেকে সখ করে কিনেছিলাম। নির্জন তুষার প্রান্তরে এটাই যে শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচাবে তা ভাবতে পারিনি।

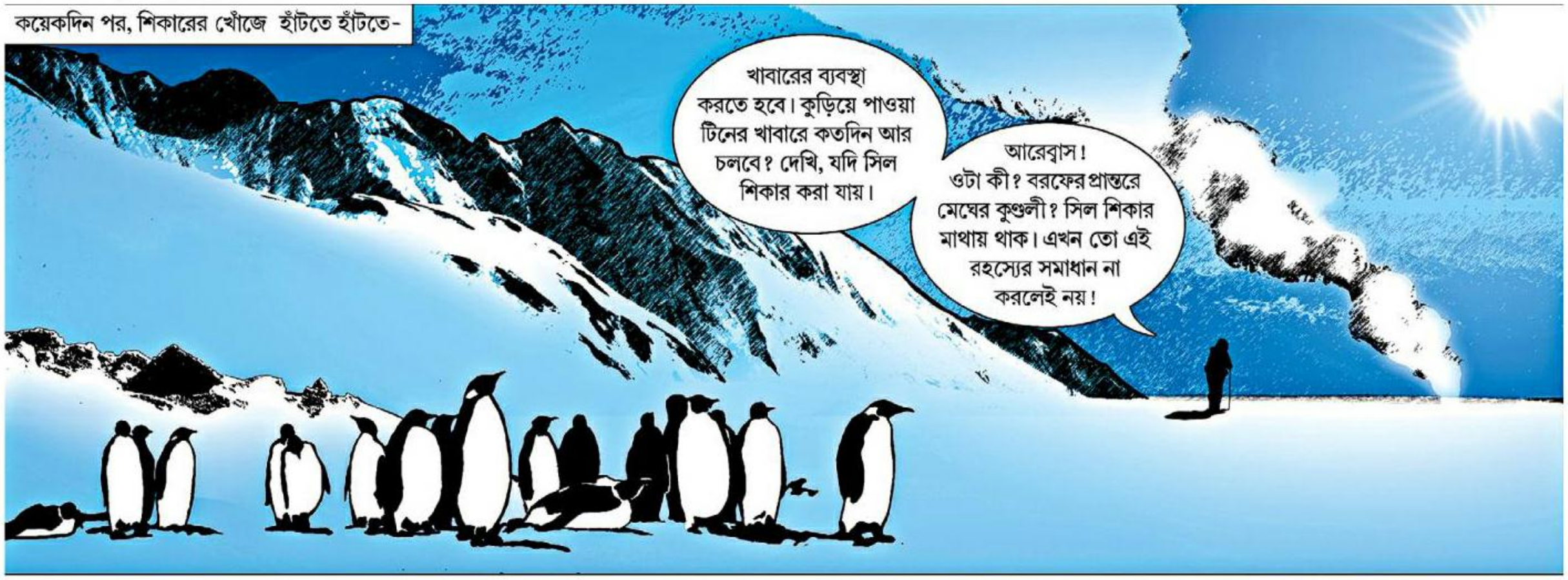
কয়েকদিন পর, শিকারের খোঁজে হাঁটতে হাঁটতে-
খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। কুড়িয়ে পাওয়া টিনের খাবারে কতদিন আর চলবে? দেখি, যদি সিল শিকার করা যায়।
আরেব্বাস! ওটা কী? বরফের প্রান্তরে মেঘের কুণ্ডলী? সিল শিকার মাথায় থাক। এখন তো এই রহস্যের সমাধান না করলেই নয়!

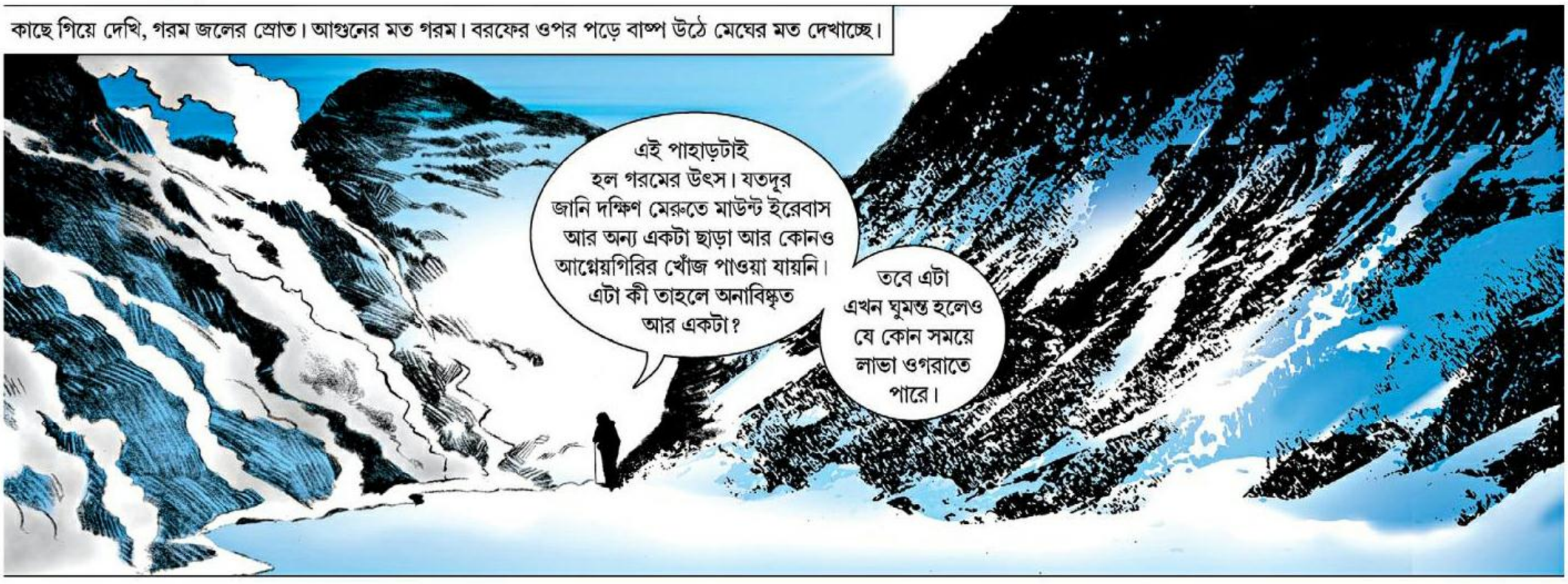
কাছে গিয়ে দেখি, গরম জলের স্রোত। আগুনের মত গরম। বরফের ওপর পড়ে বাষ্প উঠে মেঘের মত দেখাচ্ছে।
এই পাহাড়টাই হল গরমের উৎস। যতদূর জানি দক্ষিণ মেরুতে মাউন্ট ইরেবাস আর অন্য একটা ছাড়া আর কোনও আগ্নেয়গিরির খোঁজ পাওয়া যায়নি। এটা কী তাহলে অনাবিষ্কৃত আর একটা?
তবে এটা এখন ঘুমন্ত হলেও যে কোন সময়ে লাভা ওগরাতে পারে।

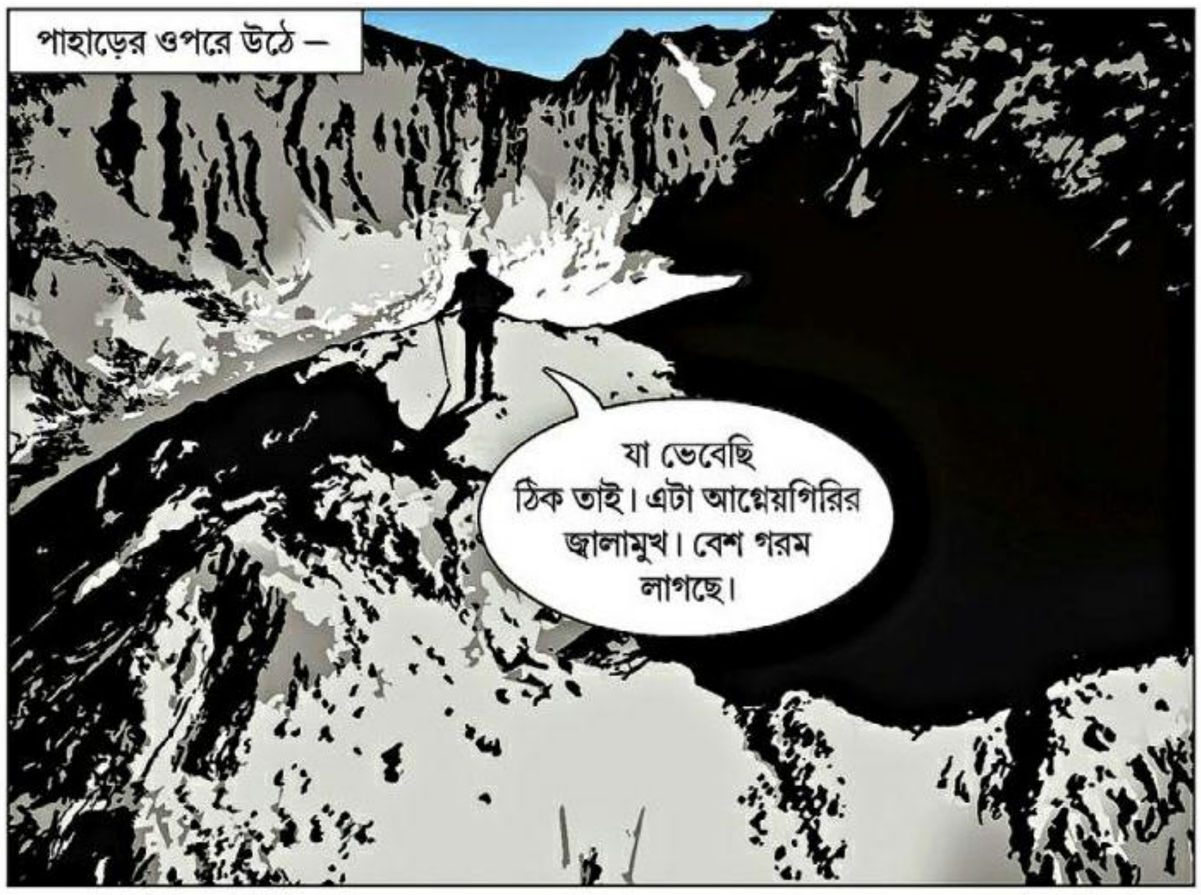
পাহাড়ের ওপরে উঠে —
যা ভেবেছি ঠিক তাই। এটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। বেশ গরম লাগছে।

এবার নীচে নামতে হবে। কিন্তু, ওটা কী? অদ্ভুত একটা জন্তু! দেখতে হচ্ছে।

অদ্ভুত প্রাণীটাকে ধরতে মরিয়া হয়ে লাফ দিলাম।
ইয়ায়ায়ায়া
ওয়াফ্!

লাফের চোটে বেসামাল হয়ে দুজনে গড়িয়ে পড়লাম জ্বালামুখের গভীরে।
!!

একী! সেন তুমি? পেঙ্গুইনের চামড়া পরেছ কেন?
আর পেঙ্গুইন! যা একখানা রাম ধাক্কা মেরেছো, হাড়গোড়গুলো আস্ত আছে কিনা কে যানে।

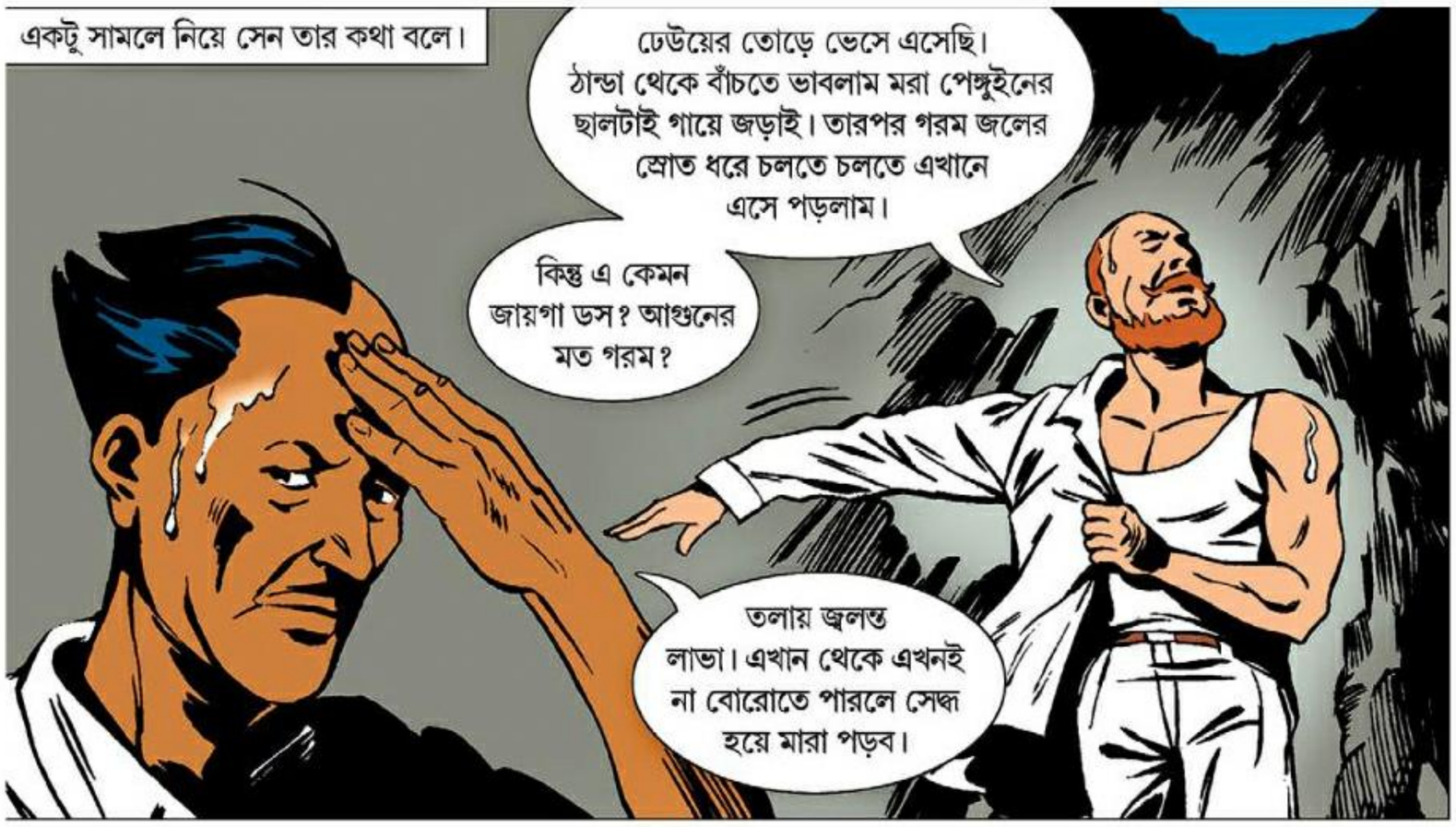
একটু সামলে নিয়ে সেন তার কথা বলে।
ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে এসেছি। ঠান্ডা থেকে বাঁচতে ভাবলাম মরা পেঙ্গুইনের ছালটাই গায়ে জড়াই। তারপর গরম জলের স্রোত ধরে চলতে চলতে এখানে এসে পড়লাম।
কিন্তু এ কেমন জায়গা ডস? আগুনের মত গরম?
তলায় জ্বলন্ত লাভা। এখান থেকে এখনই না বোরোতে পারলে সেদ্ধ হয়ে মারা পড়ব।

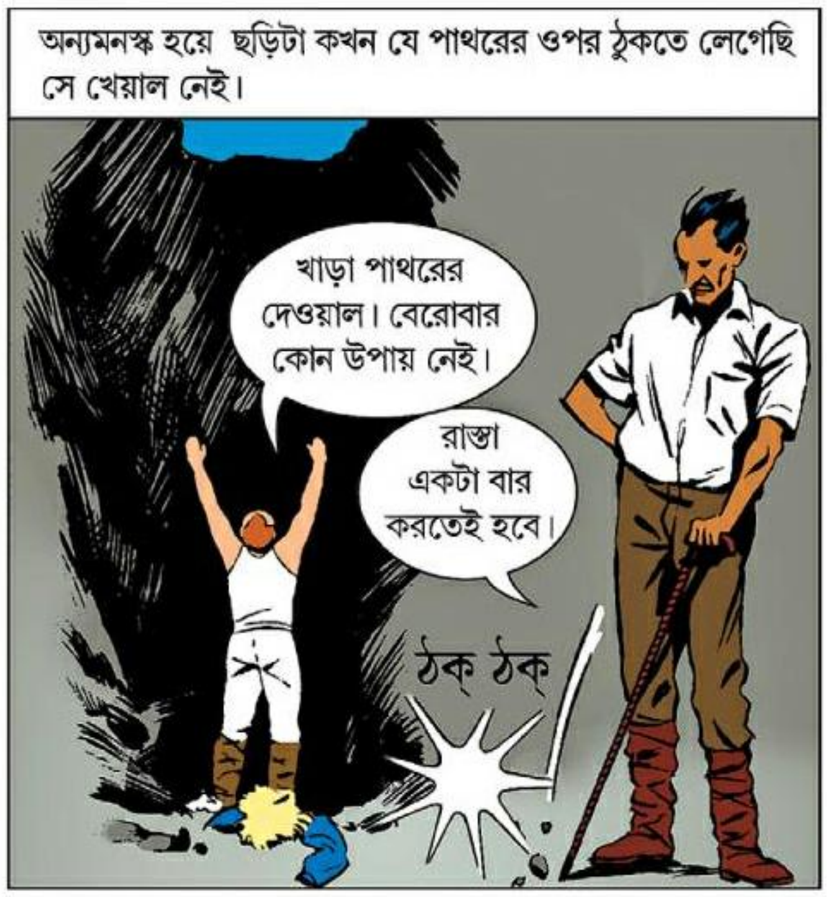
অন্যমনস্ক হয়ে ছড়িটা কখন যে পাথরের ওপর ঠুকতে লেগেছি সে খেয়াল নেই।
খাড়া পাথরের দেওয়াল। বেরোবার কোন উপায় নেই।
রাস্তা একটা বার করতেই হবে।
ঠক্ ঠক্

হঠাৎ।
সামলে!
তুমি কী করলে ডস?
আরে! ছড়ির ঠোকায় পাথরের নরম জায়গা ভেঙে প্রাকৃতিক গ্যাস বেরোচ্ছে। আর চিন্তা নেই সেন। গরম জামা পরে নাও। এখনই।

!?
তাঁবুটায় গ্যাস ভরো। এটা বেলুনের কাজ দেবে। আর শক্ত করে তলাটা ধরে ঝুলে থাকো।

হুই! মুক্তি!
তোমার বুদ্ধির জবাব নেই।

তা সেই গ্যাসের তোড়েই কী দক্ষিণ মেরু থেকে একেবারে কলকাতায় হাজির হলেন?
না না, তা কেন, তাঁবু বেলুনের কল্যাণে এসে পড়লাম সাগরে।

ভাগ্য ভাল, একটা হিমশৈল।
গ্যাস কমছে। আমরা নীচে নামছি ডস।

হিমশৈলের ওপর কয়েকটা দিন কাটাবার পর খিদে-তেষ্টায় যখন মরতে বসেছি-
কোন লাভ হল না ডস। হিমশৈল গলে এখন বরফের একটা টুকরো হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত সমুদ্রে ডুবেই মরতে হবে।
দেখো সেন! একটা তিমি-ধরা জাহাজ মনে হচ্ছে না?

ঘনাদা তাঁর গল্প শেষ করলেন।
জাহাজের মাল্লারা আমাদের উদ্ধার করায় সে যাত্রা বেঁচে যাই।

আচ্ছা ঘনাদা, আমাদের পাড়ার মিত্র ব্রাদার্স-ও সাউথ জর্জিয়া থেকে ছড়ি আমদানি করছে বোধহয়। ঠিক এইরকম ছড়ি সেখানে ক-টা দেখলাম মনে হল!
!?

কেন জানি না, গৌরের এই কথায় ঘনাদা ভয়ানক চটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।
তোমাদের কিছু বলতে যাওয়াটাই ঝকমারি। এর চেয়ে দরকারি কাজগুলো সেরে ফেললে ভালো হত।
সমাপ্ত।